জাগো২৪

বিধান নগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ভাল-মন্দ বার্তা

www.jago24.in — তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই ২০২৪, আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪৩১ — www.jago24.in

পৌরপিতার রথযাত্রা উদযাপন

গত ৭ই জুলাই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন প্রাঙ্গনে অঞ্চলের শিশুদের নিয়ে একটি রথ সাজানোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সূচনা হলো রথযাত্রা উৎসবের। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে একসাথে পাপড় ভাজা খেলেন আমাদের পৌরপিতা। অনুষ্ঠানটিতে যে সমস্ত রথ সাজিয়ে শিশুরা বিজয়ী হয়েছিল তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী মহাশয়।

রথ প্রদান অনুষ্ঠান

এ বছরের রথ যাত্রার পূর্বে গত ৫ই জুলাই অঞ্চলের সকল শিশুরা যাতে রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শিশুদের রথ প্রদান করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। অঞ্চলের যে সকল শিশুর অবিভাবকরা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা অত্যন্ত খুশি যে তাদের বাচ্চাদের জন্য পৌরপিতা এত সুন্দর একটি উদ্যোগ নিয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। প্রভু জগন্নাথের কৃপায় সকল শিশুর মঙ্গল হোক।

জগন্নাথ বাড়ির রথ উৎসব

প্রতিবছরের মতো এ বছরেও কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত জগন্নাথ বাড়ির রথযাত্রা উৎসবে শামিল হয়েছিলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। অঞ্চলের সকলের সাথে একাত্মভাবে টান দিলেন শ্রী শ্রী প্রভু জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে।

সম্পাদকীয়

"মা"

মা। পৃথিবীর পবিত্রতম শব্দ। শুধু মানব সভ্যতা কেন, সমস্ত জীবকুলের স্নেহ, দায়িত্ব ও ভালোবাসার পবিত্রতা যেখানে সবটুকু পূর্ণতা পায় সেই স্থানটাই হল মা এবং তার হৃদয়। মা ডাকটাই এ জগতের সর্বাপেক্ষা মধুর উচ্চারণ। মায়ের কোল এ পৃথিবীর সবথেকে নরম আসন। মায়ের হাতের ছোঁয়া এ জীবনের গভীরতম ভরসার প্রতিশ্রুতি। মায়ের শরীরের গন্ধ এ মনের বিশুদ্ধতম শান্তির সুবাস। মা ছোট্ট ডাকটা আসলে সেই অর্থে কোনো অভিধানের শব্দার্থে বাঁধা পড়া অক্ষরের সমষ্টি নয়। মা হল শুধুই একটা অনুভূতি, যার ব্যাপ্তি কলমের আঁচড়ে বা মুখের ভাষায় হাজার চেষ্টা করেও কেউ বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা ধরে না, স্বঘোষিত তো নয়ই, জনমানস স্বীকৃত সর্বপেক্ষা বড় পন্ডিত ব্যক্তিও না।

এ পৃথিবীর কোনো মা কেই কলুষিত করা সম্ভব নয়। ধনী বা দরিদ্র, স্বয়ংসম্পূর্ণা বা নিঃস্ব, মনুষ্য সৃষ্ট তথাকথিত সামাজিক নিয়ম মেনে মা হওয়া অথবা সে পথে না চলা কেউ, নিজের ইচ্ছের ভালোবাসায় বা অনিচ্ছের অত্যাচারে জর্জরিত অথবা জীবনে চিরকাল একা থাকার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কোনো গর্ভধারিণী নারীর কাছে 'মা' ডাক এক বাঁধভাঙা আবেগের বন্যায় জগত চরাচরের সমস্ত পাপ পুণ্যকে এক লহমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্য যথেষ্ট। নিজের গর্ভের সন্তান আর মা - এ সম্পর্কের বন্ধনকে স্বীকৃতি দেবার জন্য আজ কৈফিয়ত প্রয়োজন হয় না। নারী প্রগতিশীল। নারী স্বনির্ভর। নারী এখন তার অধিকার যেমন বুঝে নিতে জানে তেমনি সে জীবনের জয়গানও একাই গাইতে শিখে নিয়েছে আজ। বর্তমান পৃথিবীর বুকে নারী তার নাড়ির বন্ধনের যত্ন, দায়িত্ব, কর্তব্য একাই পালন করার জন্য সকল জড়তা বিসর্জন দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসার ক্ষমতা ধরতে শুরু করেছে। নারী আজ সত্যিই প্রকৃতির সমার্থক। প্রকৃতিই আজ যথার্থ নারী।

দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চামুন্ডা অথবা মেরী - আজ নারীর মনে এমন মায়ের রূপ সদা সর্বদা উপস্থিত। সন্তানের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে কোন রূপে মা কখন জগতের অসুরদের দমন করবেন অথবা কোন রূপে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তির পদ্ম মেলবেন তা শুধু তিনিই জানেন। নারী না হলে পুরুষ সৃষ্টি হতে পারে না। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ঘেঁটে সব জায়গায় তর্ক করাটা কিছু সমাজ-আবদ্ধ মানুষরেই কাজ। এখানেও সে তর্ক আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মায়ের নাড়ির টান অগ্রাহ্য করে শুধু তর্কের খাতিরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া পুরুষদের জন্য মনে হয় করুণা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তির সুযোগ থাকে না। মা শব্দের বিশালতা অনুভব করার ক্ষমতা সবাই রাখে না। বিরূপ মন্তব্যকে তাই অবহেলা করাই শ্রেয়। নিজের বুকের উত্তাপে নিজের রক্তকে জড়িয়ে ধরে রাখা এই মা ই উপরিল্লিখিত যে কোনো বিরূপ শক্তির মোকাবিলায় একলাই যথেষ্ট।

ক্যালেন্ডারের কোনো একটা নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ করে মাতৃত্বকে যেমন বাঁধা যায় না তেমনি কোনো মাতৃত্বই এমন স্বীকৃতি কামনাও করে না। নিঃশর্ত সম্পর্করা কোনোদিনও সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। মা ডাক এমনই এক সম্পর্কের অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। এই মানব শিশুর মনে জেগে থাকা সবটুকু ভরসা আর স্বপ্নের আরেক নাম তাই 'মা'।

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

চিলেকোঠার গল্পগুলো

প্রচেতা ঠাকুর

বড় ছেলে রনি, ছোট ছেলে অনি আর স্ত্রী মালাকে নিয়ে সুখের সংসার সোমেশ্বর বসুর। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত বাড়িটাকে নতুন ছাঁচে ফেলে সাজিয়েছেন নিজেদের মনের মত করে। শুধু বিশেষ পাল্টাতে পারেননি ওই চিলেকোঠার ঘরটা। যদিও অনেকে অনেকরকম বুদ্ধি দিয়েছিলো। তবু মন চাইলোনা; কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওখানে-ছুটির দিন দুপুরে বাবার অঙ্ক করানো, তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে যাবতীয় দুষ্টুমি, মালার সঙ্গে বিয়ের পরপর মান অভিমানের মুহূর্ত সবকিছুর সাক্ষী ওই চারটে দেওয়াল। জীবনের মধ্যম অধ্যায় এসে সেগুলো মুছে ফেলা কি এতই সহজ!! আর সব তো ভগবান দিয়েইছে দুহাত ভরে। এখন শুধু ছেলে দুটো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেই ষোলকলা পূরণ হয়ে যায়। রনিটাকে নিয়ে সেরকম বেগ পেতে হয়নি সোমেশ্বর বাবুকে। যতই আড্ডা মারুক আর ফুর্তি করুক। রেজাল্টের দিন বাবা মায়ের মুখ ঠিক উজ্জ্বল করে ফিরেছে ছেলেটা। অনিটাকে নিয়ে বড্ড চিন্তা হয় বাবা মায়ের। ভীষণ ভুলোমন ছেলেটার সবসময়ে কি যে ভাবতে থাকে। স্কুল থেকে ফিরে রোজ দুপুরে নাকি ছাদের ঘরটাতে পড়তে চলে যায়। কিন্তু এতো পড়েও কেন যে তার ফল মেলেনা কিছুতেই ভেবে পাননা সোমেশ্বরবাবু।

সারাদিন স্কুল আর সংসার নিয়েই কেটে যায় মালা দেবীর। তবু রোজ ভোরবেলা ছাদের ঘরটাকে ভালো করে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করতে ভোলেননা হাজার কাজের মধ্যেও। আর ঐ যে দুটো পায়রা ওরা কি করে যে বুঝে নেয় মালার উপস্থিতি । ঠিক এসে হাজির হবে ভোরবেলা গম ভুট্টা খেতে। দুইছেলেরও বড় প্রিয় জায়গা যে ওই ঘরটা। শুধু ওরাই বা কেন!! বিয়ের পর সোমেশ্বরের সঙ্গে প্রেমটা তো শুরু হয়েছিলো এই ঘরটা থেকেই। কত সিক্ত দুপুর, বৃষ্টিভেজা বিকেল কেটে গেছে এই ছোট্ট ঘরটায় তার হিসেব নেই। তবে আজকাল আর আসতে ইচ্ছে হয়না বিশেষ। সেদিন ঘর পরিষ্কার করতে করতে ছেঁড়া কাগজে লেখা নাম আর পোড়া আধ খাওয়া সিগারেটের টুকরোটা বলে দিয়েছে- "ছেলেরা বড় হয়ে গেছে"। তবু মা হয়ে শাসন না করে কি থাকা যায়। আবার সব জায়গায় শোনেন আজকাল ছেলেমেয়েদের নাকি স্পেস দিতে হয়।

বসুভিলার বড়ছেলে রনির বন্ধু ছিল ওরা চারজন। বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পর রনিদের চিলেকোঠার ঘরটা ছিলো ওদের দখলে। প্রথম সিগারেটের টান থেকে শুরু করে প্রথম মনভাঙার গল্পগুলো এমনকি সদ্য শেখা গালাগালি সব কিছুর শুরু ওই ঘরটা। জানতো শুধু ওরা পাঁচজন আর আর জানলা দিয়ে আসা পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুরটা। বৃষ্টিভেজা বিকেলে কাকিমার হাতের পিঁয়াজি আর চা এর গন্ধের ঐ অদ্ভুত মিশ্রনের ক্রেজটা বোধহয় শুধু ওরাই জানে।

অনি আর ওদের বাড়ির ভাড়াটের মেয়ে রিয়ার গল্পটা শুরু হয়েছিলো তিনতলার ঐ চিলেকোঠার ঘরটাতেই। দুজনেই তখনো স্কুলের গন্ডী পেরোয়নি। দুপুরে কুলের আচার, ভেজে রাখা গয়না বড়ি ফ্রিজে রাখা আরো বেশ কিছু লোভনীয় খাবারগুলো কখন যে হাপিস হয়ে যেতো কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারতোনা রিয়ার মা। সাক্ষী ছিলো ঘরটার এককোনে রাখা পুরোন কাগজের বান্ডিলটা। ওই যে হৃদয়চিহ্ন এঁকে তার দুপাশে নিজেদের নামের আঁকিবুকি কাটতো ওরা। আর পাগলী মেয়েটা তো ছেঁড়া কাগজগুলোতেই হিসেব করে ফেলতো ভালোবাসার পার্সেন্টেজের খেলাটা। মর্নিং স্কুলের পর এই দুপুরটাই যে বাড়িতে একলা থাকে অনি। কোন ছলনা ছিলোনা সম্পর্কে, হয়তো নাম ও ছিলোনা। শুধু ওই অনির প্রিয় খাবারগুলো ওকে নিজে হাতে খাইয়ে দেওয়া আর মন দিয়ে ওর কবিতা শোনা সেটাই যদি ভালোবাসা হয় তবে তাই।

এরপর কেটে গেছে প্রায় পনেরো বছর সোমেশ্বরবাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ পাড়ি দিয়েছিলেন না ফেরার দেশে। ব্রিলিয়ান্ট রনি নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে বৌ ছেলে নিয়ে স্টেটসের বাসিন্দা। হয়তো আর পাকাপাকিভাবে ফেরা হবেনা এই পোড়া দেশে। অনিও তৈরী করেছে নিজেকে বাধাগতের বাইরে গিয়ে। মুম্বইয়ের মডেলিং ফটোগ্রাফি দুনিয়ার বিগ শট সে। স্বপ্নের নগরীতে নিজস্ব ফ্ল্যাটে মা ছেলের সুখের সংসার। রিয়ার কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায় অনির। কি ছেলেমানুষটাই না ছিলো দুজনে। আজকে চারিপাশে ঘুরতে থাকা রঙিন মেইনটেন্টড ফিগার আর মখমলে চুলের আধুনিকাদের পাশে ওই তেলমাখা দুই বিনুনীর মেয়েটাকে বড় বেমানান লাগে যে!! বন্ধুদের মুখে শুনেছিলো এখন কোন একটা কলেজে পড়ায় নাকি রিয়া। এবার খালি পুজোয় সবার বাড়ি ফেরার অপেক্ষা। রনির প্রোমোটার বন্ধুর সঙ্গে ডিলটা মোটামুটি ফাইনাল। এবার শুধু সইসাবুদের পালা। বাড়িটা বিক্রি হবে ভাবলেই মালাদেবীর মনের কোন এক কোনে খারাপ লাগারা ভিড় করে। হাজার হোক শ্বশুরের ভিটে সোমেশ্বরের স্মৃতি রনি অনির বড় হওয়া সব ওই বাড়িটাতেই। কিন্তু পাশাপাশি এটাও উপলব্ধি করেন যে কোথাও না কোথাও ওই বাড়িটা 'হেডেক' হয়ে যাচ্ছে দুই ছেলের জন্য। ছেলেরাই তো এখন গার্জিয়ান ওরা যেটা ভালো বোঝে ওদের যাতে সুবিধা হয় তাতেই উনি মত দেবেন। হঠাৎ চোখ পড়লো ছেলের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের বড় স্লাইডিং উইন্ডোর বাইরে দুটো পায়রা কিছু খাচ্ছে ঠুকরে ঠুকরে। ঠিক এমনভাবেই খেতোনা চিলেকোঠার ঘরটায় আসা সেই পায়রা দুটো। আচ্ছা ওরা কেমন আছে? এখনও আসে ওরা?

সইসাবুদের পালা শেষ করে সবাই আজ ফিরে গেলো নিজেদের গন্তব্যে। কাল থেকে বাড়িটা ভাঙা হবে। এই কদিন পুরোন চেনা গলার স্বর আর স্পর্শে প্রান ফিরে পেয়েছিলো কংক্রিটের দেওয়ালগুলো। আজ অন্ধকার শুনশান একাকীত্বের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বসুভিলা। যেন ছেনি হাতুড়ির ঘায়ের অপেক্ষা করছে বাড়িটা। মন থেকে যেন ভোল পাল্টাবার জন্য তৈরী পুরো বাড়িটা। সবার মধ্যে কাঁদছে শুধু চিলেকোঠাটা। বারবার মনে হচ্ছে ওর কি করে বন্ধুত্ব ভালোবাসা মাখা সব সিঁড়িগুলোকে এতো সহজে ভেঙে ফেলতে পারে হেঁটে চলে বেড়ানো কথা বলা মানুষগুলো। কতো সহজে তৈরী হওয়া সব শেষ হয়ে যায়!! এই 'মুভ অন' -এর যুগে সময় বয়ে যায় এগিয়ে যাই আমরাও। স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকে আমাদের স্মৃতিঘেরা জায়গাগুলো। ওরা যে 'ইমমুভেবল' তাই ওদের পক্ষে বোধহয় মুভ করা অত সহজ নয়। আসলে এগিয়ে যাওয়াটাই নিয়ম মনুষ্য জীবনের। না হলে হয়তো ওদের মতো আমরাও কোনদিন হারিয়ে যাবো পারিপার্শ্বিক সূক্ষ্ম আঘাত গুলোয়।

পৌরপিতা

শ্রী মনীষ মুখার্জীর

"আমার কথা"

ছেঁড়াসুখের মাঝে আমার জীবন আদর্শের কথা

সবাই মিলে ওঠো, জাগো। ত্যাগ করো অলসতা, জীবনের মহা ঘুমকে। নিজেদের নিয়োজিত করো নিজেদেরই ঘরের দুয়ার থেকে সমগ্র এলাকায় নতুন এক সমাজ উন্নয়ন, নিজের ওয়ার্ডকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনের মহান ব্রত পালনের এক সুদৃঢ় শপথ গ্রহনের।

আমি শুধু তোমাদেরই। আমার নেই ক্লান্তি, নেই অলসতা, নেই হেরে যাওয়ার মানসিকতা। আছে শুধু তোমাদেরই মাঝে নিজেকে একশো ভাগ বিলিয়ে দেওয়ার পুর্নশক্তি। আমি শুধু তোমাদের থেকে চাই একটু নিঃস্বার্থ ভালবাসার অঙ্গীকার। চাই তোমাদের সহযোগীতা। চাই সকলের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য এবং মৈত্রতার এক নিবিড় বন্ধন।

আমাকে সফল হতেই হবে এই জীবনসাধনার সাধনাতে এবং জয় পেতেই হবে নতুনরূপে ২৪নং ওয়ার্ড গঠনের কর্মযুদ্ধে। দরকার তোমাদের মতো প্রচুর সৈনিকদের। ঘরে ঘরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের প্রদীপ জ্বালাতেই হবে আমাকে এবং তোমাদের নিজেদেরকেও। তবেই সিদ্ধিলাভ করবে আমার জীবনসাধনা এবং জয়লাভ হবে এই কর্ম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সুন্দর পরিনতির। সাথে থাকো আমার, পাশে থাকো। তোমাদের মনের একটা কোনে থাকি আমি আমার আশা। আশাকরি এইটুকু পাবো আমি তোমাদের থেকে এটাই আমার কাম্য।

আমরা শহরে বাস করি। নিজের মাটি বলে শহরে যে কিছু থাকে না সেটা এখন সম্পূর্ণ হাড়ে হাড়ে বুঝি। শুধু মাটি কেন, এখানকার জল, বাতাস, আলো, পথঘাট মায় ফুটপাতের উপরেও কেউ নিজের 'সুবুদ্ধি' খাটানোর সুযোগ পায় না। মানুষের প্রসঙ্গ এখানে আরোই অবান্তর। কাগজ কলমের হিসাব তো সর্বত্রই কতো থাকে, কিন্তু সেসব মানে ক'জন? রঙ, ক্ষমতা এবং পকেটের জোরের উপরে শহরের সবটাই অলিখিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি মানুষের দাবিও। এসবের মধ্যেও আমরা কেউ কেউ ছেঁড়া সুখ নিয়ে বাস করি। বারবার হার নিশ্চিত জেনেও যদি একবার জিতি এই ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে মনের এক কোণে কেউ কেউ আবছা স্বপ্নকে জাগিয়ে রাখি। তারপরে একদিন যদি সে স্বপ্ন বাস্তবের ছোঁয়া গায়ে মাখে তখন জীবন যুদ্ধের অনিশ্চিত লড়াইতে টলমল করতে করতেও ভাঙাচোরা মনগুলো অবাক বিস্ময়ে নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অসীম শান্তিতে বুঁদ হয়ে থাকে। এ সুখের ভাগ চাইলেও কেউ কেড়ে নিতে পারে না, যতদিন না শহর নিজের ক্ষমতায় আবার তাকে ছিনিয়ে নেবার ক্রুর হাসি হাসে। আপাতত সেইকটা দিনই নাহয় আমরা সৃষ্টির আনন্দে ডুব দিই। আসুন, আমরা কেউ কেউ এমনই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখি।

বিজন আলোয়

Ushosi Thakur
Class 3

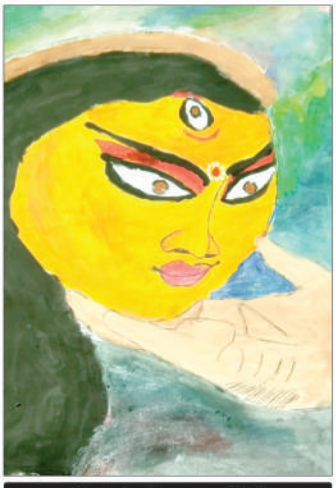

Rohini mondal
Class 3

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, চার ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি প্রান্তে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। আর বিভিন্ন ছোট বড় রাস্তায় ঢাকা নর্দমা হওয়ার ফলে কেউ নর্দমায় ময়লা ফেলতে পারছে না আর মশার জন্মের অনুকূল পরিবেশও তৈরি হতে পারছে না। সকলকে অনুরোধ নিজের বাড়ির চারপাশ সর্বদা পরিষ্কার রাখুন।

গাছের ডাল ছাঁটাই (ট্রিমিং) পদক্ষেপ

বর্ষাকালে ঝড় বৃষ্টিতে গাছের ডালপালা বিদ্যুৎবাহী তারের উপর পড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই আসন্ন বর্ষাকাল উপলক্ষে বৈশাখী ফুট ব্রিজ থেকে ৭ নম্বর অঞ্চল অব্দি সমগ্র খালপাড় এর রাস্তা জুড়ে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং বিধাননগর পৌরনিগমের সহযোগিতায় গাছের অতিরিক্ত ডাল ছাঁটাইয়ের কাজ সম্পন্ন হল।

পরিবেশ রক্ষায় পৌরপিতা

প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এটা প্রমাণ করেছেন যে নিকাশি ব্যবস্থার সবথেকে বড় শত্রু এই দুটি জিনিষ। আজকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি নালা-নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়। তার সাথে সাথে কনজারভেন্সি কর্মীরা প্রতিদিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

পৌরপিতার ব্যবস্থাপনায় জলের লাইন প্রদান

গঙ্গার জল কে পরিশোধিত করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারফেস ওয়াটার রূপে বাড়ি বাড়ি প্রদান করার কাজ চলছে কৃষ্ণপুরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অঞ্চলে। অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ যাতে এই পরিষেবা পেতে পারেন সেদিকে সদা সতর্ক নজর রাখছেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা তথা ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

পৌরপিতার চিকিৎসক দিবস পালন

বিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব ও মৃত্যু দিবসে গত পয়লা জুলাই বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় অঞ্চলের প্রতিটি চিকিৎসককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। সেই সাথে সাথেই আমাদের মাননীয়া বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সী মহাশয়াও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি চিকিৎসককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন পৌরপিতার মাধ্যমে।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানবদরদী পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুঃস্থ মানুষদের সেবায় একটি প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন বিগত বছর। যার নাম মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে সারা মাসের রেশন প্রদান করেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

নবরাস্তা নির্মান পরিদর্শনে পৌরপিতা

প্রগতি সংঘ থেকে সাত নম্বর খেয়াঘাট পর্যন্ত ব্যস্ততম রাস্তার নতুন রূপ দিতে চলেছেন পৌরপিতা। দু'পাশে ঢাকা নর্দমা সহ পিচ ঢালাই রাস্তার যে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে, সেই কাজের পরিদর্শনে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা তথা ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান মনীষ মুখার্জী। একই সাথে অঞ্চলের মানুষদের সাথে আলাপচারিতা ও জনসংযোগ সারলেন তিনি।

গীতাঞ্জলি পথে নতুন নিকাশি ব্যবস্থা

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে চলছে গীতাঞ্জলি পথের নতুন ঢালাই নর্দমা ও নতুন রাস্তা তৈরির কাজ। কাজকর্ম কেমন চলছে তা সরেজমিনে দেখাশোনা করলেন পৌরপিতা স্বয়ং।

দৃশ্যদূষন রোধে পৌরপিতা

দৃশ্যদূষণ রোধে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের দৃঢ়চেতা মনোভাব প্রস্ফুটিত হলো। নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের যে সমস্ত ব্যানার গুলি মানুষের দৃষ্টি রোধ করছিল সেগুলি সমস্ত খুলিয়ে নিলেন পৌরপিতা স্বয়ং।

ড্রপটিং পাম্পিং স্টেশন '২৪শে'

অঞ্চলে জল জমার সমস্যা থেকে বাঁচতে বৈশাখী ফুট ব্রিজ থেকে ৭ নম্বর অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে আরেকটি ড্রপটিং পাম্পিং স্টেশনের কাজ শুরু করলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

উন্নয়নের শুভারম্ভের কথন

এক বছর আগে সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় আইডিবিআই ব্যাঙ্কের গলিতে ঢাকা নর্দমা সহ নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁর এই উদ্যোগে অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত খুশি হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

বালকবৃন্দ ক্লাবের খুঁটিপূজা

মহামায়া দেবী দুর্গার আগমনের আর বেশি দেরি নেই। তাই গত ২৯শে জুন, বালক বৃন্দ ক্লাব প্রাঙ্গনে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়। সেই সাথে ছিল স্বাস্থ্যশিবির, শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বৃক্ষ রোপনের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যেবেলায় ছিল রবীন্দ্র নজরুল সংগীতানুষ্ঠান।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দূরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াটস অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ jagotwentyfour.official www.youtube.com/@jago24media Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত